দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

সম্পাদকীয়

প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দিন

লক্ষাধিক প্রাথমিক শিক্ষক চার মাস ধরিয়া বেতন ভাতা কিছুই পাইতেছেন না; যদিও, গত বৎসর বেসরকারি নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে জাতীয়কৃত হইয়াছেন তাহারা। এক সময় চাকুরী সরকারি হইবার আনন্দে বিভোর থাকিলেও এখন তাহাদের চোখে হতাশার কালো রেখাপাত ঘটিতেছে। কারণ, গত সেপ্টেম্বর হইতে তাহাদের বেতন-ভাতা বন্ধ রহিয়াছে। কেন বেতন বন্ধ তাহাও সুস্পষ্টভাবে কেহ বলিতেছে না। ফলে, পরিবার-পরিজন লইয়া বিপাকে পড়িয়া বেতন-ভাতা পাইবার আশায় তাহারা এখন মাসে কয়েকবার নিজ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ধরনা দিতেছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা জানাইতেছেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে বরাদ্দ অনুমোদন হইয়া না আসায় তাহাদের বেতন দেওয়া যাইতেছে না। শুধু মাসিক বেতন-ভাতাই নহে, সম্প্রতি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ঘোষিত ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা অন্য সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী পাইলেও নূতন সরকারি হওয়া এই শিক্ষকরা তাহা পান নাই। এমনকি এই ভাতা আদৌ পাইবেন কিনা তাহাও অদ্যাবধি তাহারা জানিতে পারেন নাই। মন্ত্রণালয় হইতে এতোদিন শিক্ষকদের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, জাতীয়করণের গেজেট প্রস্তুত হইতে সময় লাগিতেছে, তাই বেতন হইতেছে না। অথচ, নভেম্বরের ৩ তারিখে গেজেট হইবার পরে আরও দুই মাস অতিক্রান্ত। তাই তাহারা এখন আন্দোলনে নামিবার কথা ভাবিতেছেন। এমনিতেই, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন খুবই কম, তাহাদের নুন আনিতে পান্তা ফুরায়। এই অবস্থায় তাহারা চার মাস বেতন পাইতেছেন না। এমনকি গত ঈদুল আজহা ও দুর্গাপূজাতে বেতন না পাইয়া তাহাদের নিরানন্দ ও কষ্টে দিন পার করিতে হইয়াছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায় লাগামছাড়া মূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের এই বাজারে তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

সরকারি হওয়ায় এই শিক্ষকগণ একসময়, নিঃসন্দেহে, বেতন ভাতাসহ সকল সুবিধাই পাইয়া যাইবেন। কিন্তু, যে ভোগান্তির মধ্য দিয়া তাহারা গত কয়েকটি মাস অতিক্রম করিতেছেন তাহা কিছুতেই কাম্য হইতে পারে না। গত বৎসরের শুরুতে এমপিওভুক্ত ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করিয়া সরকার তাহাদেরকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, জীবিকার নিশ্চয়তা দিয়াছিলেন; এবং বিনিময়ে তাহাদের কৃতজ্ঞতাভাজনও হইয়াছিলেন। জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্বের এই স্বীকৃতিদান সকল মহলেই সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে এক বৎসর পার হইতে চলিল, তাহারা সরকারি কর্মচারী হইয়াও কোনোই প্রাপ্য সুবিধাদি পাইতেছেন না, উপরন্তু এক মন্ত্রণালয় হইতে আরেক মন্ত্রণালয়ে ফাইল হস্তান্তরের দোলাচলে গত চার মাস বেতনবঞ্চিত হইয়া পরিবার-পরিজন লইয়া বিপর্যস্ত হইতেছেন। কারণ, নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে এই শিক্ষকরা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক অধিদফতরের আওতাধীন ছিলেন। কিন্তু জাতীয়করণের পর তাহাদের এখনও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে ন্যস্ত করা হয় নাই। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষকেরাই সবচাইতে অবহেলিত, সরকারের নির্বাহী বিভাগ বা অন্য কোনো খাতের কর্মচারীদের বেলায় এইরকম অবহেলা কল্পনাও করা যায় না।